সা ত দি ন

২০ জুন : ধানমন্ডিতে ৪ নম্বর রোডে অস্ত্রের মুখে দুজনের কাছ থেকে ১০ ভরি স্বর্ণালঙ্কার ছিনতাই। নারায়ণগঞ্জে যুবলীগ কর্মীআবুল বাশার হুমায়ুনকে খুন করে ৫০ হাজার টাকা ছিনতাই।

২১ জুন : নারায়ণগঞ্জে র‌্যাবের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে বিএনপির দুই ক্যাডার নিহত। হোটেল শেরাটনে জীবিত শ্রেষ্ঠ দশ বাঙালির নাম ঘোষণা। এর মধ্যে বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা দুজনই আছেন।

২২ জুন : নরসিংদী-১ উপনির্বাচনে চারদলীয় জোট প্রার্থী খায়রুল কবীর খোকন নির্বাচিত।

ঢাকা- ময়মনসিংহ মহাসড়কে ময়মনসিংহ থেকে ঢাকাগামী একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে নিহত ৭ ও আহত ৮০ জন।

২৩ জুন : রাজধানীর বাড্ডা ও মিরপুর মাজার রোড এলাকায় দুটি দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়। ডাকাতরা প্রায় আট লাখ টাকার মালামাল লুটে নেয়।

২৪ জুন : দুপুরে জুমার নামাজ শেষে গুলিতে যুবদল নেতা ছগির আহমেদ খুন হয়।

সুনামগঞ্জের টেংরাটিলা গ্যাসফিল্ডে আবার বড় ধরনের অগ্নিকান্ড ঘটে।

২৫ জুন : নওগাঁয় ড. গালিব ও তিন সহযোগীর জামিন নামঞ্জুর।

চার জেলায় বন্যার অবনতি। নদীভাঙনে শত শত পরিবার গৃহহীন।

২৬ জুন : মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের রাজনৈতিক বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি নিকোলাস বার্নস দু'দিনের সফরে ঢাকায় আসেন।

নাইকোর গাফিলতিতে আবারও বিপর্যয়

পুড়ে গেলো হাজার কোটি টাকার গ্যাস m¤ú`

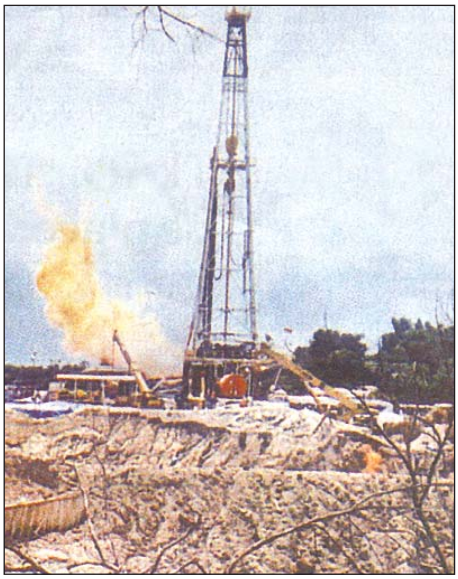

কাদা মিশ্রিত পানিকে মাড বলে। মাডকে বলা হয় গ্যাসকূপ খননের প্রাণ। অপরিকল্পিত উপায়ে মাডের ব্যবহার, রিলিফ কূপ খনন করতে দেরি, ব্যয় কমানোর জন্য দুর্ঘটনাস্থলের খুব কাছেই আবার খনন চেষ্টা, সর্বোপরি নাইকোর অবহেলায় আবারো ছাতক গ্যাস ক্ষেত্রে ভয়াবহ বিস্ফোরণ হলো। দ্বিতীয় দফা এই বিস্ফোরণের কারণে হাজার হাজার কোটি টাকার গ্যাসসমৃদ্ধ ক্ষেত্রটি পরিত্যক্ত হতে চলেছে বলে বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন। পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান এম এ ওসমানী গতকাল টেংরাটিলার পথে যেতে যেতে সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'এবারের দুর্ঘটনা সম্ভবত আগেরটির মতোই মারাত্মক। বাইরে থেকে এখন কিছুই করার নেই। বিদেশী বিশেষজ্ঞরা রয়েছেন, দেখা যাক ভেতর থেকে কিছু করা যায় কি না।'

দুর্ঘটনার পর থেকেই বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানি বাপেক্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম জামাল উদ্দিন রয়েছেন টেংরাটিলায়। তিনি জানান, এখনই উদ্যোগ নিলে বড়জোর এর অর্ধেক গ্যাস বাঁচানো যেতে পারে।

এদিকে প্রথম দুর্ঘটনায় গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষতিপূরণ এখনো নাইকোর কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয় পর্যায়ে ক্ষতির পরিমাণ আরো অন্তত ৪-৫ গুণ বেশি বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ অবস্থায় সরকার কিছু করতে পারবে কি না সে বিষয়ে সংশ্লিষ্টরা সন্দিহান।

বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন দুর্ঘটনা পরবর্তী ২-৩ দিনে ৭০ থেকে ৮০ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস পুড়ে গেছে। যার বাজার মূল্য ৭ থেকে ৮শ' কোটি টাকার কম হবে না।

এ বছরের শুরুতে সংঘটিত প্রথম দুর্ঘটনার জন্য কত টাকা ক্ষতিপূরণ চাওয়া হবে তা সরকার এখনো ঠিক করেনি। পেট্রোবাংলার ঊর্ধ্বতন মহাব্যবস্থাপক কাজী শহিদুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি তাদের প্রতিবেদনে বলেছে, পুড়ে যাওয়া গ্যাসের পরিমাণ ১০ বিলিয়ন ঘনফুট। বর্তমান বাজার মূল্যে এর দাম অন্তত ১০০ কোটি টাকা।

দ্বিতীয় দফা গ্যাস বিস্ফোরণে সরকার দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে একটি তদন্ত কমিটি করে দেয়া প্রসঙ্গে এক্ষুণি কেউ মুখ খুলতে রাজি হননি। তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক বিশেষজ্ঞ বলেছেন, টেংরাটিলার গ্যাসের চাপ কোনো কোনো জায়গায় অতিরিক্ত বেড়ে গেছে, কোথাও আবার চাপ একেবারেই নেই। এ ছাড়াও গ্যাস উত্তোলনের জন্য রিগসহ বিভিন্ন অবকাঠামোর বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছে। এ কারণে এ ক্ষেত্র থেকে খুব তাড়াতাড়ি আবার উৎপাদনে যাওয়া দুঃসাধ্য।

এদিকে নাইকোর সূত্র থেকে জানা যায়, ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষেত্র থেকে জুলাই মাসেই আবার রিলিফ কূপ খননের কাজ শুরু করবে। এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের fZË বিভাগের অধ্যাপক ড. বদরুল ইমাম জানান, 'এটা কিভাবে সম্ভব তা আমার জানা নেই। এবারের দুর্ঘটনায় নাইকোর রিগটি ধ্বংস হয়েছে। নতুন রিগ জোগাড় এবং তা ব্যবহার করা দুঃসাধ্য। এছাড়াও দুর্ঘটনার খুব কাছাকাছি খনন করা ঠিক হবে না। এবারের দুর্ঘটনার প্রধান কারণ ছিলো, নাইকো দুর্ঘটনাস্থলের খুব কাছাকাছিই আবারো খননের উদ্যোগ নিয়েছিলো।' তিনি

আরো জানান, উৎপাদন ব্যয় কমানোই ছিলো নাইকোর মুখ্য উদ্দেশ্য। এখন এ গ্যাস ক্ষেত্র থেকে গ্যাস পেতে হলে অনেক দূর খনন শুরু করতে হবে।'

৭ জানুয়ারি দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত কূপটি ১০০ মিটারের মধ্যে নাইকো আবারও খননের উদ্যোগ নেয়। ওই বিস্ফোরণের ফলে এ ক্ষেত্রে কাঠামো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ছিল। এ পর্যায়ে খননের সময় ব্যবহৃত মাডটি হারিয়ে ফেলার কথা নাইকোও স্বীকার করেছে। এ সময় আন্তঃসংযুক্ত গ্যাসের অস্বাভাবিক চাপই (সম্ভবত ৫০ হাজার পিএস) দুর্ঘটনার কারণ বলে বাপেক্সের মহাব্যবস্থাপক ইউসুফ আলী তালুকদার মনে করেন।

তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, ১১৫ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সমৃদ্ধ আধারটি বাঁচাতে এখনই উদ্যোগ নিলে এর অর্ধেক ৬০ বিলিয়ন ঘনফুট বাঁচানো যেতে পারে।

দুর্ঘটনার কারণ চিহ্নিত করতে ৭ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হলেও কর্তব্যে অবহেলার জন্য বাপেক্সের দুই কর্মকর্তা প্রবীর কুমার সরকার ও রেজাউল ইসলামকে বরখাস্ত করা হয়েছে। জানা গেছে, এ দুই প্রকৌশলীকে টেংরাটিলায় অনুপস্থিত থাকার জন্য এই শাস্তি দেয়া হয়। এ কূপে ১১৫ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস মজুদ ছিলো বলে নাইকো পরিচালিত ভূতাত্ত্বিক জরিপে দেখা গেছে। এর মধ্যে অন্তত ৯০ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস ছিল উত্তোলনযোগ্য। এর মধ্যে এবারই ৫শ' কোটি টাকা মূল্যমানের অন্তত ৫০ বিলিয়ন ঘনফুট নিশ্চিতরূপে ধ্বংস হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

তবে কেবল, ক্ষতি হয়ে যাওয়া গ্যাসের মূল্যের বিষয়টিই প্রধান নয়, ক্ষতির তালিকায় আছে আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রথমেই বলতে হবে পরিবেশ বিপর্যয়ের কথা। নিসর্গের ক্ষতির কথা। তারপরেই আসবে স্থানীয় মানুষের কথা। একেকবারের দুর্ঘটনায় এলাকাবাসী বিপুলভাবে মানবিক ও জাগতিক ক্ষতির শিকার হয়েছেন। হয়রানির বিষয়টি তো আছেই। প্রকৃত ক্ষতি নিরূপণের উদ্যোগে এসব ক্ষতির দিকগুলোও বিবেচনায় আনতে হবে।

সাজেদুর রহমান

যুবদল নেতা সাগীর হত্যার নেপথ্যে

mšv‡mi wkKvi mšvmx

ঢাকা মহানগর যুবদল দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক, পুরনো ঢাকার শীর্ষ সন্ত্রাসী সাগীর আহমেদ সগীর সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে ক্ষমতাসীন দলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব আরো খানিকটা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। পুরনো ঢাকার নাসির উদ্দিন লেনের নিজেদের বাড়ির সামনে খুন হয় সাগীর। কেরানীগঞ্জ থেকে ভাড়া করা সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হওয়ার প্রথম থেকেই উচ্চারিত হচ্ছে তরুণ সংসদ সদস্য নাসিরউদ্দিন পিন্টুর নাম। সম্প্রতি নাসিরউদ্দিন পিন্টুর সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল।

এলাকায় প্রভাব বিস্তার, পুরনো ঢাকায় চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণ, সিটি কর্পোরেশন ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের টেন্ডারবাজিকে কেন্দ্র করে নিজ দলের ক্যাডার হাবিব ওরফে ভুয়া হাবিব শোয়েব ওরফে ল্যাংড়া শোয়েব, সুত্রাপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসী টাক্কু রিপনের সঙ্গে সাপে-নেউলে সম্পর্ক চলছিল। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দেড় কোটি টাকার কাজ সাংসদ নাসিরউদ্দিন পিন্টু জোর করে ছিনিয়ে নেয় যুবদল নেতা সন্ত্রাসী সাগীরের কাছ থেকে। সম্প্রতি জগন্নাথ

he`‡ji iRZ Rqš‡Z cKwkZ ¯§iwYKvq wbnZ mšvmx mvMxi (eËvKvi wPýZ)

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল কমিটি নিয়ে সাংসদ পিন্টুর ছোট ভাই রিন্টু এবং মনিরের সঙ্গে সাগীরের মতবিরোধ দেখা দেয়। পুরনো ঢাকার চাঁদাবাজি নিয়ে রিন্টু ও মনিরের সঙ্গে সাগীরের বিরোধ দীর্ঘদিনের।

কিলিং মিশনে অংশ নেয়া তিন যুবকের মধ্যে নিহত শাওন সাংসদ নাসিরউদ্দিন পিন্টুর ছোট ভাই মনিরের পালিত ক্যাডার। কেরানীগঞ্জের চুনকুটিয়া এলাকায় সরকারী দলের ক্যাডারদের সঙ্গে শাওন প্রায়ই আড্ডা দিত। ঐ সময় মনিরের সঙ্গে তাকে দেখা গেছে। এছাড়া সন্ত্রাসী শাওন ওরফে গিয়াস উদ্দিন ঘেসু হচ্ছে কেরানীগঞ্জের চিহ্নিত সন্ত্রাসী ডাকাত শহীদ গ্রুপের সেকেন্ড ইন কমান্ড। ইসলামপুরের সিন্ডিকেট ব্যবসা, এলাকায় চাঁদাবাজি, আধিপত্য বিস্তার, অবৈধ ব্যবসা, মাদক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ডাকাত শহীদের সঙ্গে যুবদল নেতা সাগীরের খুব খারাপ সম্পর্ক যাচ্ছিল। পুলিশের গোয়েন্দাদের মতে, সাগীর হত্যাকাণ্ডের পেছনে তিন কারণ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলের নবগঠিত কমিটি নিয়ে বিরোধ, পুরনো ঢাকার আধিপত্য বিস্তার ও মার্কেট দখল এবং সিটি কর্পোরেশনের দেড় কোটি টাকার কাজ বাগিয়ে নেয়া। এসবের যে কোনোটি নিয়ে প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিরোধের জের হিসাবে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে।

পুরনো ঢাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী যুবদল নেতা সাগীর তার সন্ত্রাসী জীবন শুরু করে ছাত্র সমাজের লোটন-ঝোটনের হাত ধরে। ছাত্রদলের অভি-নীরু গ্রুপের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালায়। সে ডা. মিলন হত্যা, সার্জেন্ট আরিফ হত্যা মামলার আসামি। সাগীর চিহ্নিত সন্ত্রাসী হওয়ার পরেও তার লাশের পাশে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, মান্নান ভুঁইয়া, সাদেক হোসেন খোকা, মোসাদ্দেক আলী ফালু, নাসিরউদ্দিন পিন্টু প্রমুখ সংসদ সদস্যের উপস্থিতি এবং কফিনে ফুল দেয়া জনমনে প্রশ্ন তৈরি করেছে।

খোন্দকার তাজউদ্দিন

কাদিয়ানিদের ওপর হামলা চলছেই

অসাম্প্রদায়িকতার শহর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এখন ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা বড়ই অসহায়। একের পর এক নির্যাতনের শিকার ধর্মীয় ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠী আহমদিয়া মুসলিম জামাত। ধর্মের লেবাসধারী উগ্র মৌলবাদীদের টার্গেটে পরিণত হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বসবাসরত আহমদিয়া সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষরা। যুগ যুগ ধরে নিরীহ ও অসহায় এই সম্প্রদায়টির ওপর ধারাবাহিকভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে নানাভাবে। কিন্তু নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার ক্ষুদ্র এই গোষ্ঠীটি কখনও সুবিচার পায়নি। যার ফলে উগ্র মৌলবাদী গোষ্ঠী 'ধর্ম যায় ধর্ম যায়' বলে কিছুদিন পর পরই ঝাঁপিয়ে পড়ে আহমদিয়াদের ওপর। ভাঙচুর, বাড়িঘর, মসজিদ দখল আর আগুনে পুড়িয়ে দেয়াসহ বিভিন্ন কাজে অব্যাহতভাবে বাধা দিয়ে আসছে। দেশ স্বাধীনের আগ থেকেই চলছে এই নির্যাতন। দেশ স্বাধীনের পরও আজ পর্যন্ত অতীতের ধারাবাহিকতাই অব্যাহত রয়েছে। এই ধারাবাহিকতারই অংশ হিসেবে আবারও হামলার শিকার হয়েছে তিতাস পাড়ে বসবাসরত আহমদিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ। গত ২৩ জুন গভীর রাতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌর শহরে দুটি পাড়ায় আহমদিয়াদের ওপর চালানো

কাদিয়ানিদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ সম্বলিত প্লাকার্ড

হয়েছে বোমা হামলা। আগুন দেয়া হয়েছে আহমদিয়াদের মসজিদে। যদিও এবারের হামলায় বড় ধরনের কোনো ক্ষতির শিকার হয়নি এই ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা। তবে ভয় ও আতঙ্কে অনেকেই বাড়ি ঘর ছেড়ে আশ্রয় নেন অন্যত্র।

সরেজমিন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ঘুরে জানা যায়, গত ২৩ জুন বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌর শহরের কান্দিপাড়ায় আহমদিয়া মুসলিম জামাতের মসজিদে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। গভীর রাতে মানুষজন যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন তখন অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এ ঘটনা ঘটানো হয়। আগুনের বিষয়টি টের পেয়ে এলাকাবাসীর ঘুম ভেঙে যায়। আগুনের ভয়াবহতা ছড়িয়ে পড়ার আগেই সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আগুন নেভানো হয়। কিন্তু আহমদিয়া সম্প্রদায়ের লোকজন জানতেন না আগুনের পর তাদের জন্য আরো ভয়াবহ বিপদ অপেক্ষা করছে। আগুন নেভানোর সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় বোমা হামলা। প্রায় এক ঘন্টাব্যাপী থেমে থেমে চলা ওই বোমা হামলায় আহমদিয়াদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এলাকাজুড়ে এক ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই বোমা হামলায় আহত হন এক মহিলাসহ দুইজন। স্থানীয় আহমদিয়া জামাতের লোকজন দাবি করেন তাদের হত্যার উদ্দেশ্যে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এই হামলা চালানো হয়। তথ্যানুসন্ধানে জানা যায় এমবি গ্রুপ নামধারী একটি গোষ্ঠী আহমদিয়াদের সতর্ক করে একটি লিফলেট প্রচার করে। এতে লেখা হয়- 'সকল বাতিলের শিকড় উপড়ে ফেলার জন্য আসছি এমবি গ্রুপ, ১৫ জুলাই-এর তারিখের মধ্যে যদি সকল অনৈসলামিক কাজ বন্ধ না হয় তবে আমরা বাতিলের পিছু ধাওয়া করব। আমাদের প্রথম টার্গেট কাদিয়ানি। অতএব সকল মুসলিম ভাইদের সতর্ক করা যাচ্ছে যে, কাদিয়ানিদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে।'- নিবেদক এমবি গ্রুপ! ২৩ জুন রাতে বোমা হামলার পর হাতে লেখা এই ছোট 'চিরকুট! আকারের লিফলেটটি পাওয়া যায় ঘটনাস্থলে।

স্থানীয় বিভিন্ন স্তরের লোকজন সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় উগ্র মৌলবাদীরা দীর্ঘদিন ধরে কাদিয়ানিদের বিরুদ্ধে নানাভাবে আক্রমণ করে আসছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে একইভাবে আহমদিয়াদের বিরুদ্ধে সক্রিয় রয়েছে উগ্র মৌলবাদীরা। তাদের এই কাজে জোট সরকারের শরিক জামায়াতে ইসলামীর সংস্পর্শ রয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এ ঘটনায়ও জামায়াতে ইসলামীর ইন্ধন থাকতে পারে বলে স্থানীয় বিভিন্ন মহল সন্দেহ পোষণ করে। স্থানীয় একাধিক সূত্র জানায়, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তৎপর উগ্র মৌলবাদী সংগঠক খতমে নবুওয়ত যুব সংগঠন সব সময় আহমদিয়াদের বিরুদ্ধে সক্রিয় রয়েছে। তবে নিজেদের মধ্যে বিভক্তি দেখা দেওয়ায় এই সংগঠনটি বর্তমানে কিছুটা দুর্বল। অবশ্য ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আহমদিয়া সম্প্রদায়ের জেলা আমির মঞ্জুর হোসেন খতমে নবুওয়ত যুব সংগঠনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জহিরুল ইসলামের প্রতি ইঙ্গিত করে ২৩ জুন রাতের ঘটনাটি তার নির্দেশেই ঘটেছে বলে আশঙ্কা করছেন। তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে আরো বলেছেন, গত ১২ রবিউল আউয়াল ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আহমদিয়ারা সিরাতুন্নবী আলোচনা অনুষ্ঠান করতে চাইলে জহিরুল ইসলামের বাধার কারণে তা আর করা যায়নি। একই সঙ্গে জহিরুল পৌর কমিশনার আবু কাউসার ও জসিম উদ্দিনের মাধ্যমে স্থানীয় আহমদিয়াদের জানিয়ে দেন যে, ভবিষ্যতে আহমদিয়ারা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কোনো প্রকার ধর্মীয় উৎসব করতে পারবে না। যদি করে তাহলে আগুনে পুড়িয়ে মারা হবে।

প্রবাল রহমান, *ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ফিরে*

ঘুঘুদহে ত্রিশ হাজার ভূমিহীনের সমাবেশ

বাংলাদেশের ভূমি আন্দোলনের ক্ষেত্রে ১০ জুন একটি ঐতিহাসিক ও তাৎপর্যপূর্ণ দিন। ১৯৮৫ সালের এই দিনে পাবনা জেলার সাঁথিয়া উপজেলার ক্ষেতুপাড়া ইউনিয়নের ঘুঘুদহ বিলে স্থানীয় ভূমিহীনরা ভূমিগ্রাসী-জোতদারদের বিরুদ্ধে যে বীরত্বপূর্ণ লড়াই সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলো তা বাংলাদেশের ভূমি আন্দোলনে এক ঐতিহাসিক ঘটনার জন্ম দেয়। ঐদিন ঘুঘুদহের বিলে হাজার হাজার নিরন্ন ভূমিহীন নারী-পুরুষ ভূমিগ্রাসী-জোতদারদের সমস্ত রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। কিন্তু সেদিন এই অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে শত শত ভূমিহীনকে জোতদারদের ভাড়াটে সন্ত্রাসীদের হাতে নির্মমভাবে নির্যাতিত-নিপীড়িত হতে হয়েছিল। ভূমিহীনদের রক্তে লাল হয়েছিল ঘুঘুদহ বিলের সবুজ মাঠ। সর্বশেষ জয়ী হয়েছিল ভূমিহীনরাই। ঐক্যবদ্ধ ভূমিহীনদের কাছে পরাজিত হয়েছিল জোতদার ভূমিগ্রাসীরা। ঐতিহাসিক ১০ জুনকে তাই প্রতিবছর স্মরণ করা হয় দেশের সমগ্র ভূমিহীনদের শৌর্য-বীর্যের মূর্তপ্রতীক হিসেবে। প্রতিবছর দিনটিকে পালন করা হয় ভূমি অধিকার দিবস হিসেবে। এ বছরও সারাদেশে পালিত হল ভূমি অধিকার দিবস। এবারের ভূমি অধিকার দিবসের থিম স্লোগান নির্বাচিত করা হয়- 'গ্রামীণ ও নগর দরিদ্রদের ক্ষমতায়নে ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠা ও কৃষি সংস্কার করতে হবে।' ভূমি অধিকার দিবস উপলক্ষে ১০ জুন ভূমিহীন মহাসমাবেশের আয়োজন করা হয় পাবনার সাঁথিয়া উপজেলার ঐতিহাসিক ঘুঘুদহ বিলপাড়ে। মহাসমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রকৌশলী শহীদুল্লাহ চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যারিস্টার সারা হোসেন, এএলআরডির নির্বাহী পরিচালক মিজানুর রহমান চৌধুরী এবং এডিএসসির নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা। এছাড়া আরো বক্তব্য রাখেন ভূমি অধিকার দিবস জাতীয় উদযাপন পরিষদের আহ্বায়ক খুশি কবীর, সদস্য সচিব মোঃ আব্দুল কাদের, সাংবাদিক আনোয়ারুল হক, মোঃ সরোয়ার আলম, আমজাদ হোসেন। ভারতের মধ্যপ্রদেশের উন্নয়ন সংগঠন একতা পরিষদের একটি প্রতিনিধি দল ভূমিহীন মহাসমাবেশে যোগদান করেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ত্রিশ হাজারেরও বেশি ভূমিহীন এবারের মহাসমাবেশে যোগদান করেন। ১০ জুন ঘুঘুদহ বিলপাড়ে তাই এক অভাবনীয় দৃশ্যের অবতারণা হয়। লালকাপড় মাথায় বাঁধা হাজার হাজার ভূমিহীন মানুষ এসে জড়ো হয়ে বিলপাড়ে। কারো হাতে ছিল লাঠি, কারো হাতে ছিল ঢাল-শড়কি, কারো হাতে বল্লম, কারো হাতে ছিল তীর ধনুক। মহাসমাবেশে ভূমি আন্দোলনে অবদান রাখার জন্য ১৫ জন ভূমিহীন এবং ভূমিহীনদের উন্নয়নে কাজ করছে এমন পাঁচটি সংগঠনকে সম্মাননা পদক প্রদান করা হয়। ১০ জুন ঘুঘুদহ বিলপাড়ে ভূমিহীনদের মহাসমাবেশের মধ্য দিয়েই ভূমি অধিকার দিবসের সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

জাহিদ রহমান